শর'য়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ

[Shariah Rules : Principles and Applications]

শর'য়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ

[Shariah Rules : Principles and Applications]

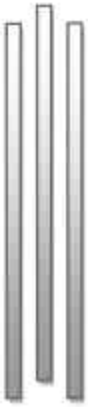

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক
আল-ফিক্‌হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

মাকতাবাতুল হাসান

الحكم الشرعي : تأصيل وتطبيق

(باللغة البنغالية)

إعداد

الدكتور محمد ناصر الدين (الأزهري)

الأستاذ المشارك

قسم الفقه والدراسات القانونية

الجامعة الإسلامية (الحكومية)كوشتيا، بنغلاديش.

শর'য়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ
প্রথম প্রকাশ : জিলহজ্জ ১৪৪২/জুলাই-২০২১
© গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-80-2
Web : maktabatulhasan.com

Sharyee Bidhan : Mulneeti o Proyug
[Shariah Rules : Principles and Applications]
By Dr. Mohammed Nasir Uddin
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com I fb/Maktabahasan

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতাকে।

©
লেখক
লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের অনুলিপি, প্রতিলিপি ও অভিযোজন করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩
উসূলুল ফিক্‌হ পরিচিতি ১৭
উসূলুল ফিক্‌হ-এর আভিধানিক সংজ্ঞা ১৭
উসূলুল ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৯
উসূলুল ফিক্‌হ-এর উপনামসমূহ ২০
উসূলুল ফিক্‌হ-এর বিষয়বস্তু ২০
উসূলুল ফিক্‌হ অধ্যয়নের উপকারিতা ২০
উসূলুল ফিক্‌হ ও কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ-এর মধ্যে পার্থক্য ২০

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্‌ম আশ-শর'য়ী (الحكم الشرعي)

শর'য়ী বিধান-এর পরিচয় ২৩
শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্‌ম আশ-শর'য়ী-এর প্রকারভেদ ২৩
ক) আল-হুক্‌ম আত-তাক্‌লীফী (الحكم التكليفي)-এর পরিচয় ২৩
আল-হুক্‌ম আত-তাক্‌লীফী এর প্রকারভেদ ২৪
এক. ওয়াজিব (الواجب) আবশ্যকীয় ২৪
ওয়াজিব-এর পরিচয় ২৪
ওয়াজিব-এর আভিধানিক অর্থ ২৪
ওয়াজিব-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ ২৪
ফরয ও ওয়াজিব-এর মধ্যে পার্থক্য ২৪
ওয়াজিব চিহ্নিত হওয়ার সীগাহ বা শব্দসমূহ ২৬
ওয়াজিব-এর উপনামসমূহ (ألقاب) ২৯
ওয়াজিব-এর প্রকারভেদ ২৯
দুই. মানদূব (المندوب) বাঞ্ছনীয় ৩৩
মানদূব-এর পরিচয় ৩৩
মানদূব-এর পারিভাষিক অর্থ ৩৩
মানদূব চেনার উপায় বা সীগাহসমূহ ৩৪

মানদূব-এর উপনামসমূহ (ألقاب) ৩৫

মানদূব-এর স্তরসমূহ ৩৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাবজাত কাজের স্তর ও হুকুম ৩৬

তিন. হারাম (الحرام) **নিষিদ্ধ** ৪১

হারাম-এর পরিচয় ৪১

হারাম-এর পারিভাষিক অর্থ ৪২

হারাম চিহ্নিত হওয়ার শব্দসমূহ ৪২

হারামের প্রকার ৪৯

হারাম লি-যাতিহি ও হারাম লি-গাইরিহি-এর মধ্যে পার্থক্য ৪৯

চার. মাকরূহ (المكروه) **নিন্দনীয়** ৫০

মাকরূহ-এর আভিধানিক অর্থ ৫০

মাকরূহ-এর পারিভাষিক অর্থ ৫১

মাকরূহ-এর সীগাহ বা যেসব শব্দ দ্বারা মাকরূহ চিহ্নিত হবে ৫১

মাকরূহ-এর প্রকার ৫৩

হারাম এবং মাকরূহ তাহরীমীর পার্থক্য ৫৪

অন্য মাযহাবে কি মাকরূহ তাহরীমী এবং তানযীহী আছে? ৫৫

মাকরূহ এবং খিলাফে আউলা ৫৭

মাকরূহ বিষয়ে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয় ৫৮

পাঁচ. মুবাহ (المباح) **বৈধ** ৬০

মুবাহ-এর আভিধানিক অর্থ ৬০

মুবাহ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ ৬০

মুবাহ চিহ্নিত হওয়ার শব্দ বা সীগাহসমূহ ৬০

মুবাহ কি অন্য হুকুম ধারণ করতে পারে? ৬৩

খ) আল-হুকমুল ওয়াদ্ব'ঈ (الحكم الوضعي) ৬৪

আল-হুকমুল ওয়াদ্ব'ঈ-এর পরিচয় ৬৪

হুকমে তাকলীফী ও হুকমে ওয়াদদ্ব'ঈ-এর মাঝে পার্থক্য ৬৫

আল-হুকমুল ওয়াদ্ব'ঈ-এর প্রকারভেদ ৬৬

এক. সাবাব (السبب)**-এর পরিচয়** ৬৬

শাব্দিক অর্থ ৬৬

পারিভাষিক অর্থ ৬৬

সাবাব ও 'ইল্লাতের মধ্যে পার্থক্য ৬৬
সাবাব-এর প্রকারভেদ ৬৭
দুই. শর্ত (الشرط) ৬৯
শাব্দিক অর্থ ৬৯
পারিভাষিক অর্থ ৬৯
শর্ত এবং রুকন-এর মধ্যে পার্থক্য ৭০
শর্ত (الشرط)-এর প্রকারভেদ ৭০
তিন. মানে' (المانع) ৭১
মানে'-এর শাব্দিক অর্থ ৭১
মানে'-এর পারিভাষিক অর্থ ৭১
মানে'-এর প্রকারভেদ ৭১
চার. সহীহ (الصحيح) ৭৩
সহীহ-এর শাব্দিক অর্থ ৭৩
শরী'য়াতের পরিভাষায় সহীহ ৭৩
পাঁচ. বাতিল (الباطل) ৭৪
বাতিল-এর শাব্দিক অর্থ ৭৪
বাতিল-এর পারিভাষিক অর্থ ৭৪
বাতিল এবং ফাসিদ-এর মধ্যে পার্থক্য ৭৪
ছয়. আযীমাত (العزيمة) ৭৬
আযীমাত-এর আভিধানিক অর্থ ৭৬
আযীমাত-এর পারিভাষিক অর্থ ৭৬
আযীমাত-এর হুকুম ৭৭
সাত. রুখসাত (الرخصة) ৭৭
রুখসাত-এর আভিধানিক অর্থ ৭৭
রুখসাত-এর পারিভাষিক অর্থ ৭৭
রুখসাতের কারণসমূহ ৭৭
রুখসাতের প্রকারভেদ (أنواع الرخصة) ৭৮
রুখসাত গ্রহণ করার হুকুম ও স্তরসমূহ ৮১
ক. ঐচ্ছিক ৮১
খ. রুখসাত গ্রহণ করা উত্তম ৮১
গ. রুখসাত গ্রহণ না করা উত্তম ৮২

ঘ. রুখসাত গ্রহণ করা ফরয ৮২
রুখসাত গ্রহণ করা কি উচিত? ৮৩
রুখসাত তালাশ করে অনুসরণ করা (تتبع الرخص) ৮৪
আদা, ই'য়াদাহ ও কাযা ৮৮
ক. আদা ৮৮
খ. ই'য়াদাহ ৮৮
গ. কাযা ৮৮
আল-হাকিম (الحاكم) ৮৯
আল-হাকিম-এর পরিচয় ৮৯
'আক্বল বা বোধশক্তির অবস্থান ৯০
মাহকুম ফীহ বা নির্দেশিত কাজ (المحكوم فيه) ৯৩
মাহকুম ফীহ-এর পরিচয় ৯৩
নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন কখন আবশ্যক হয় ৯৪
আদেশ পালনকারীর আলোকে নির্দেশিত কর্মের প্রকারভেদ ১০০
প্রথম প্রকার : আল্লাহ্‌র হক্ব 'হাক্বুল্লাহ' বা গণ অধিকার ১০০
দ্বিতীয় প্রকার : মানুষের হক্ব বা 'হাক্বুল 'আব্‌দ' ১০১
তৃতীয় প্রকার : যে কাজে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ব ও বান্দার হক্ব দুইটিই পাওয়া যায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ব অধিকতর ১০২
চতুর্থ প্রকার : যে কাজে দুই প্রকারের অধিকারের সমন্বয় ঘটেছে, তবে বান্দার হক্ব অপেক্ষাকৃত বেশি ১০২
মাহকুম 'আলাইহি (المحكوم عليه) ১০৪
মাহকুম 'আলাইহি-এর পরিচয় ১০৪
দায়িত্ব অর্পণ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ ১০৪
আল-আহলিয়্যাহ (الأهلية) **বা আইনভিত্তিক যোগ্যতা** ১০৬
আল-আহলিয়্যাহ-এর আভিধানিক অর্থ ১০৬
আল-আহলিয়্যাহ-এর পারিভাষিক অর্থ ১০৬
১. আহলিয়্যাতু ওজূব (أَهْلِيَّةُ وُجُوْب) বা ধারণ যোগ্যতা ১০৬
২. আহলিয়্যাতু আদা (أَهْلِيَّةُ أَدَاء) বা প্রয়োগের যোগ্যতা ১০৬
আহলিয়্যাহ কামিলাহ এবং নাকিসাহ (أَهْلِيَّةُ كَامِلَة و نَاقِصَة) ১০৭
১. ভ্রূণ বা 'জানীন' (الجنين) ১০৭

২. অবুঝ শিশু الطفل غير المميز (আত-তিফলু গাইরুল মুমাইয়িয).....১০৮
৩. বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু যে এখনো সাবালক হয়নি الطفل المميز الذى لم يبلغ (আত-তিফলুল মুমাইয়িয আল্লাযি লাম ইয়াবলুগ).....১১০
৪. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক العاقل البالغ (আল-'আক্বিলু আল-বালিগু) .১১১
আইনভিত্তিক যোগ্যতার অন্তরায়সমূহ.....১১১
এক. অনর্জিত অন্তরায়সমূহ عوارض كونية (আওয়ারিদুন কাওনিয়্যাহ).....১১১
ক. উন্মাদনা الجنون (আল-জুনূন).....১১১
খ. জড়বুদ্ধি, বোকা العَتَه (আল-আতাহ).....১১২
গ. ভুলে যাওয়া বা বিস্মরণ النسيان (আন-নিসয়ানু).....১১২
ঘ. নিদ্রা ও অজ্ঞান النَّوْمُ وَالْإِغْمَاء (আন-নাওমু ওয়াল ইগমাউ).....১১৪
ঙ. অসুস্থতা المرض (আল-মারাদ্ব).....১১৬
চ. হায়েয-নিফাস (الْحَيْض وَ النِّفَاس).....১১৭
ছ. মৃত্যু الموت (আল-মাউত্ব).....১১৯
দুই. অর্জিত অন্তরায়সমূহ عوارض مكتسبة (আওয়ারিদুন মুকতাসিবাহ).....১২০
ক. অজ্ঞতা الجهل (আল-জাহ্‌লু).....১২০
খ. ভুল করা الخطأ (আল-খাতাউ).....১২২
গ. উপহাস الهزل (আল-হাযলু).....১২৪
ঘ. নির্বুদ্ধিতা السفه (আস-সাফাহ্‌).....১২৭
ঙ. মত্ততা السكر (আস-সাকারু).....১২৮
চ. বলপ্রয়োগ করা, বাধ্য করা الإكراه (আল-ইকরাহ্‌).....১২৯
বলপ্রয়োগ-এর প্রকারভেদ.....১৩০
১. পরিপূর্ণ বলপ্রয়োগ.....১৩০
২. অসম্পূর্ণ বলপ্রয়োগ.....১৩১
৩. শিষ্টাচারভিত্তিক বলপ্রয়োগ.....১৩২
বলপ্রয়োগকে অন্য দু'ভাগে ভাগ করা হয়.....১৩২
১. ন্যায়সংগত বল প্রয়োগ.....১৩২
২. অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ.....১৩২

উৎস থেকে শরী'য়াহ আইন বুঝার
কতিপয় পরিভাষা : শব্দ ও এর ব্যবহার বিধি সম্পর্কিত

এক. শব্দসমূহের ব্যাপ্তির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ ১৩৪
(ক) 'আম (العام) ১৩৪
'আম-এর শব্দাবলি ১৩৫
'আম-এর হুকুম ১৩৭
(খ) খাস্ (الخاص) ১৩৮
খাস-এর হুকুম ১৩৯
'আম ও খাস-এর মধ্যে মতবিরোধ ১৩৯
দুই. শব্দের অর্থ স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন বিবেচনায় শ্রেণিবিভাগ ১৪০
(ক) যাহির (الظاهر) ১৪০
(খ) নাস্ (النص) ১৪১
যাহির ও নাস্-এর মধ্যে পার্থক্য ১৪১
তাবীল-এর পরিচয় ১৪২
(গ) মুফাস্সার (المفسر) ১৪২
মুফাস্সার ও মুয়াওয়্যাল-এর মধ্যে পার্থক্য ১৪৩
(ঘ) মুহকাম (المحكم) ১৪৩
তিন. অর্থ অস্পষ্ট ও অপ্রচ্ছন্ন বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ ১৪৪
(ক) খফী (الخفي) ১৪৪
(খ) মুশকাল (المشكل) ১৪৫
(গ) মুজমাল (المجمل) ১৪৮
মুজমাল ও মুশকাল-এর মধ্যে পার্থক্য ১৪৯
(ঘ) মুতাশাবিহ (المتشابه) ১৪৯
শেষ কথা ১৫১
গ্রন্থপঞ্জি ১৫২

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله منزل الأحكام، مشرع الحلال والحرام وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد مرشد الأنام، وعلى آله وأصحابه حملة الشريعة الأعلام، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة.

ইসলামী শরী'য়াতের মৌলিক ও সম্পূরক দলীলসমূহ থেকে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধানসংক্রান্ত জ্ঞানকে 'ফিক্‌হ' বা ইসলামী বিধান শাস্ত্র বলা হয়। 'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের উৎসগত মূলনীতির নাম 'উসূলুল ফিক্‌হ'। যা কতগুলো মূলনীতি ও প্রতিপাদ্যের সমষ্টি, যেগুলোর মাধ্যমে প্রামাণ্য বিস্তারিত দলীলসমূহ থেকে শরী'য়াতের বিধিবিধান উদ্‌ঘাটন করা, 'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের শাখাপ্রশাখাসমূহ ও তার অনুকূলে প্রদত্ত দলীলগুলোর প্রামাণ্যঅবস্থা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইসলামী ফিক্‌হ ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানতে হলে এবং কালের বিবর্তনে উদ্ভূত নতুন নতুন বিষয়াদির শরী'য়াতসম্মত সমাধান উদ্ভাবন করতে হলে অবশ্যই ইসলামী উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা জরুরী। উক্ত শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যায় হচ্ছে; বিধানসমূহের জ্ঞান, এর উৎসগত নীতিমালা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ। যেকোনো বিষয়েরই হুকুম বা বিধান রয়েছে। সেসব বিষয়ের বিধান জানার পূর্বে অবশ্যই বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জরুরী।

এ গ্রন্থে 'শর'য়ী বিধান'-এর আদ্যোপান্ত আলোচনা করা হয়েছে। 'আল-হুকুম আশ-শর'য়ী বা 'শর'য়ী বিধান' ও এর প্রকারভেদ; ফরয, ওয়াজিব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ, অনুত্তম, মুবাহ, সাবাব, শর্ত, মানি, সহীহ, বাতিল, ফাসিদ, আযীমাত, রুখসাত ইত্যাদির পরিচয়, সনাক্তের কৌশল, স্তর, যোগ্যতা, অন্তরায়, পার্থক্য প্রভৃতির তত্ত্ব ও তথ্য এবং প্রয়োগপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামী আইনের বিধিবিধানসমূহকে এর মৌলিক উৎস থেকে বুঝার জন্য 'নাস' তথা কুরআন-সুন্নাহর মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও এর সুনির্দিষ্ট অর্থ, তাৎপর্য, পরিপ্রেক্ষিত, ব্যবহারবিধি সম্পর্কিত কতক প্রয়োজনীয় (সিলেবাসভুক্ত) উসূলী পরিভাষা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাশাপাশি এটি যেহেতু 'উসূলুল ফিক্‌হ'-সংক্রান্ত গ্রন্থ সেহেতু এতে 'উসূলুল ফিক্‌হ'-এর পরিচিতি, আলোচ্য বিষয়, উপকারিতা, 'উসূলুল ফিক্‌হ' ও 'কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ'-এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান জ্ঞান-গবেষণার উন্নতির যুগে যখন প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শর'য়ী বিধান বা 'হুকমে শর'য়ী' সম্পর্কে বিশদ আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম; কারণ মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'য়াহর বিধিবিধান জানা অপরিহার্য। মুসলিমরা জীবন অতিবাহিত করার পথে নানা সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান কীভাবে করবে, তারই পথিকৃৎ হচ্ছে 'হুকমে শর'য়ী'। এই হুকমে শর'য়ী ছাড়া দৈনন্দিন ইসলামী জীবনযাপন করা সম্ভব নয়; কারণ মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কীভাবে জীবন-পথে চলবে, কীভাবে বিধানাবলি তথা করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে পরিচিত হবে, কীভাবে করণীয় ও বর্জনীয়গুলোর পর্যায় ও স্তর সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, কীভাবে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়াদির ধাপ সম্বন্ধে অবগত হবে, এতদসংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার যথাযথ নিষ্পত্তিই হচ্ছে শর'য়ী বিধান সম্পর্কে সমুদয় ও যথার্থ জ্ঞান। তাই এই বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র আইন অনুষদভুক্ত আল-ফিক্‌হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে আমি দীর্ঘদিন থেকে বিষয়টি পাঠদান করে আসছি। একজন ফিক্‌হের ছাত্র হিসাবে এই বিষয়ে মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'য়াহ ও আইন অনুষদে স্নাতক পর্যায়ে এই বিষয়টি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। তা ছাড়া আমার ছাত্ররা তাদের এ বিষয়ে বাংলায় স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ লেখার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। তাই এ গ্রন্থটি মূলত একটি অ্যাকাডেমিক কাজ। আমার এ কাজের উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিষয়টি যথাসাধ্য সহজভাবে উপস্থাপন করা।

এ গ্রন্থটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আলোচনা, পর্যালোচনা, নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর আলোকে প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকৃত গবেষণা রীতিনীতির আলোকে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ব্যবহারে প্রচলিত 'অ্যাকাডেমিক গবেষণারীতি' অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের মধ্যে

আল-কুরআন, তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ইসলামী উসূলে ফিক্‌হ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের মৌলিক ও আধুনিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি এবং বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আধুনিক অ্যাকাডেমিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রণীত প্রতিবর্ণায়নের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তবে বহুল প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। বলা বাহুল্য, যেকোনো লৌকিক কাজে ভুল হওয়া/থাকা স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের কাছে আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করব, এ গ্রন্থের কোথাও কোনো ধরনের ভুলত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। আমি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে আগ্রহী।

মহান আল্লাহ্! দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, এ কাজটুকু আমার এবং আমার পিতা-মাতা, পরিবার, শিক্ষকগণ, আত্মীয়-স্বজনের জন্য আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। এ গ্রন্থ লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আমীন!

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন

উসূলুল ফিক্‌হ পরিচিতি

উসূলুল ফিক্‌হ-এর আভিধানিক সংজ্ঞা

উসূলুল ফিক্‌হ (أصول الفقه) একটি মুরাক্কাব বা যৌগিক যা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। উসূল (أصول) এবং আল-ফিক্‌হ (الفقه)। তাই উসূলুল ফিক্‌হ-এর সঠিক পরিচয় জানতে হলে প্রথমে এ দুটি শব্দের সংজ্ঞা জানা আবশ্যক।

উসূল (أصول) শব্দটি আসল (أصل) শব্দের বহুবচন। শাব্দিক অর্থ মূল বা ভিত্তি; অর্থাৎ যে বস্তুর ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তাকে আসল বলে। পারিভাষিকভাবে আসল (أصل) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথা—

১. الدليل (আদ্-দালীল) বা দলীল এবং প্রমাণ অর্থে, যেমন : বলা হয়, أصل هذه المسألة الكتاب অর্থাৎ এই মাস'য়ালার দলীল হলো আল-কুরআন। এখানে আসল শব্দটি দলীল বা উৎস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. القاعدة (আল-কা'য়িদা) বা মূলনীতি অর্থে, যেমন : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل অর্থাৎ অতীব প্রয়োজনে নিরুপায় অবস্থায় মৃত বস্তুর বৈধতা সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থি। এখানে আসল শব্দটি কা'য়িদা বা মূলনীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. الراجح (আর-রাজিহ) বা প্রাধান্য অর্থে, যেমন : الأصل في الكلام الحقيقة অর্থাৎ কথায় মূলবক্তব্যই প্রাধান্য রূপকার্থ নয়। এখানে আসল শব্দটি রাজিহ বা প্রাধান্য অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৪. الاستصحاب (আল-ইস্তিসহাব) বা কোনো বিষয়ে তার পূর্বের বিধানের কার্যকারিতা বহাল রাখা অর্থে, যেমন : الأصل بقاء ما كان على ما كان অর্থাৎ পূর্বে যা যে অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সে অবস্থায় বহাল থাকবে

যতক্ষণ না তাতে পরিবর্তন সাধনের কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল পাওয়া যাবে। আসল শব্দটি এখানে ইস্তিসহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

ফিক্‌হ (الفقه) শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞার্থ হলো : গভীরভাবে কিছু জানা, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা, জ্ঞাত হওয়া, অবগত হওয়া ইত্যাদি।[২]

পরিভাষায় আল-ফিক্‌হ এমন শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ইসলামী শরী'য়তের উৎসসমূহের বিশদ প্রমাণাদি থেকে অর্জিত দৈনন্দিন জীবনের সকল 'আমলী বা ব্যবহারিক বিষয়ে ইসলামী শরী'য়াতের বিধানাবলি জানা যায়।[৩]

আল্লামা তাকী উদ্দীন আস-সুবকী (রাহ.) [৬৮৩-৭৫৬ হি.]-এর মতে, শরী'য়াতের বিস্তারিত দলীল থেকে শর'য়ী হুকুম তথা ব্যবহারিক বিধিবিধান উদ্ভাবন করার প্রক্রিয়াসংক্রান্ত জ্ঞান।[৪] আর এ জ্ঞানপ্রসূত শরী'য়াতের বিধিবিধানগুলো যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাকে ফিক্‌হ শাস্ত্র বা ইলমুল ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র বলা হয়। ফিক্‌হ শব্দটি এই অর্থেই প্রসিদ্ধ। তবে বাংলা ভাষায় এটিকে ফিকাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্র, ফেকাহ, ফেকাহ শাস্ত্রও বলা হয়।[৫]

---

১. আল-ফাইয়ূমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, *আল-মিসবাহুল মুনির* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ১ পৃ. ১৩১; আল-জুরজানী, আলী ইবন মুহাম্মদ, *আত-তা'রীফাত* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৮; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ* (বৈরূত : মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১।

২. ইবনু মানযূর, মুহাম্মদ ইবনু মোকাররম আল-আফ্‌রিকী, *লিসানুল 'আরাব* (বৈরূত : দারু সাদির, ৪র্থ প্র. ২০০৪ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৫২২; মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ অনূদিত আল-হিদায়াহ্‌র ভূমিকা; *ফিকাহ শাস্ত্রের কতিপয় জরূরী জ্ঞাতব্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৭; আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ১৮।

৩. আল-আমেদী, সাইফুদ্দীন আলী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৬; আস-সুবকী, তাকী উদ্দীন, *আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮; আয-যারকাশী, বাদরুদ্দীন, *আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্‌হ* (বৈরূত : দারুল কুতুবী, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫।

৪. আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, খ. ১, পৃ. ২৮।

৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮; আব্দুর রহীম স্যার, *ইসলামী আইনতত্ত্ব*, গাজী শামছুর রহমান অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১-৮।

উসূলুল ফিক্‌হ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

উসূলুল ফিক্‌হ এমন কতগুলো মূলনীতি এবং প্রতিপাদ্যের সমষ্টি যেগুলোর মাধ্যমে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'য়াতের ব্যবহারিক বিধান উদ্‌ঘাটন করা যায়।

«الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ».[৬]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহ.) [৫৪৪-৬০৬ হি.]-এর মতে, উসূলুল ফিক্‌হ হচ্ছে ফিক্‌হশাস্ত্রের সামগ্রিক দলীল-প্রমাণের সমষ্টি, এর অবস্থা এবং তা শাখাপ্রশাখায় প্রয়োগ ও প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার নাম।

«مجموع طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»[৭]

> কারও কারও মতে, উসূলুল ফিক্‌হ হচ্ছে, এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম, যেগুলো ফিক্‌হশাস্ত্রের বিধানসমূহ দলীল-প্রমাণের দ্বারা উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করে।[৮]

আধুনিক উসূলবিদ ড. আব্দুল করীম আন-নামলাহ্ এর মতে, উসূলুল ফিকহের অনেকগুলো সংজ্ঞার নির্যাস হচ্ছে:

«هو: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد»

> উসূলুল ফিক্‌হ হচ্ছে, সার্বিকভাবে ফিক্‌হের দলীলসমূহ জানা ও কীভাবে এগুলো প্রয়োগ করা যায় এবং উপকৃতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[৯]

---

৬. আল-জুওয়াইনী, ইমামুল হারামাইন, *আল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ* (মিসর : দারুল ওয়াফা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮ হি.) খ. ২, পৃ. ৮৫৫; আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ*, খ. ১, পৃ. ১৭; আল-জুদাই', *তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ১৩।

৭. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, *আল-মাহসূল* (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭ খ্রি. তাহকীক : ড. ত্বহা জাবের আল-আলওয়ানী), খ. ১, পৃ. ৮৩।

৮. আল-আলওয়ানী, ত্বহা জাবির, *ইসলামী উসূলে ফিকাহ* (আল-মা'হাদুল ইসলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯।

৯. আন-নামলাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, *আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্‌হিল মুকারন* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭; আল-আলওয়ানী, ত্বহা জাবির, *ইসলামী উসূলে ফিকাহ* (আল-মা'হাদুল ইসলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ৯।

উসূলুল ফিক্‌হ-এর উপনামসমূহ

ইসলামী আইন শাস্ত্রের ভিত্তি, ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎসগত পদ্ধতিবিদ্যা, ইসলামী আইনের মূলনীতি, ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি, ইসলামী আইনের উৎস, ইসলামী আইনতত্ত্ব প্রভৃতি।

উসূলুল ফিক্‌হ-এর বিষয়বস্তু

ইসলামী শরী'য়াতের মৌলিক ও সম্পূরক দলীলসমূহ ও এর প্রকার, স্তর এবং কীভাবে ওই সকল দলীলের ভিত্তিতে যথাযথ শর'য়ী বিধিবিধান সাব্যস্ত করা যায়। দলীল-প্রমাণ বর্ণনায় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে কীভাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বক্তব্য নির্বাচন করা যায়।[১০]

'উসূলুল ফিক্‌হ' অধ্যয়নের উপকারিতা

উসূলুল ফিক্‌হ অধ্যয়নের বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

১. দলীল-প্রমাণাদির স্বরূপ, ধরন ও প্রামাণিকতা এবং এর ভিত্তিতে বিধিবিধান আহরণের পদ্ধতি জানা।

২. ফিক্‌হের বিধিবিধান সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হওয়া।

৩. ইমামদের মতামত থেকে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য তা নির্বাচন করতে সক্ষম হওয়া।

৪. আইনি পাঠ্যগুলির সঠিক ব্যাখ্যা এবং নতুন উদ্ভূত নানা বিষয়ের নিষ্পত্তি করণের যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি।[১১]

'উসূলুল ফিক্‌হ' ও 'কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ'-এর মধ্যে পার্থক্য

'কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ' হচ্ছে ফিক্‌হশাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান[১২]। 'কাওয়া'য়িদ' কা'য়িদাহ শব্দের বহুবচন, কা'য়িদাহ অর্থ নিয়ম,

---

১০. অধ্যাপকবৃন্দ, শরীয়াহ ও আইন অনুষদ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, *মুজাক্কারাতু উসূলিল ফিক্‌হ* (মিসর : ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ২২; আল-নামলাহ, *আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্‌হিল মুকারিন*, খ. ১, পৃ. ৩৮; আল-আলওয়ানী, ত্বহা জাবির, *ইসলামী উসূলে ফিকাহ*, পৃ. ৯।

১১. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী* (দামিশ্‌ক : দারুল খাইর, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪।

১২. কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ এর গুরুত্ব ও উপকারিতা অপরিসীম, যা একজন ফিক্‌হের ছাত্রের জানা থাকা খুবই প্রয়োজন; এ সম্পর্কে আল্লামা শিহাবুদ্দীন আল-কারাফী (রাহ.) [মৃ. ৬৮৪ হি.] বলেন, এই কা'য়িদাহসমূহ ফিক্‌হশাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক উপকারী। একজন ফকীহ এগুলো যত বেশি আয়ত্ত করতে পারবেন, তাঁর সম্মান ও মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে, তাঁর ফিক্‌হের সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। এগুলোর মাধ্যমে তিনি ফিক্‌হী-সমাধান প্রদানের পদ্ধতি ও

নীতি, সূত্র, বচন ইত্যাদি। ফিক্হী কা'য়িদা বলতে বোঝানো হয়, এমন একটি ব্যাপ্তিশীল সূত্রিত ফিক্হী বিধান, যা তার অন্তর্গত শাখাসমূহ কিংবা অধিকাংশ শাখার ওপর প্রযোজ্য হয় এবং একটি সামগ্রিক নীতি বা আইনী সূত্রে পরিনত হয়। এর সাহায্যে অসংখ্য শাখা-বিষয়ের বিধান জানা যায়। যেমন : الضرر يزال —অর্থাৎ ক্ষতি অপসারণ করা হবে। এটি ফিকহের একটি সামগ্রিক কা'য়িদা বা মূলনীতি, যা মূলত সুত্রিত একটি সামগ্রিক বিধান। এর মাধ্যমে এর ওপর ভিত্তি করে ফিকহের অসংখ্য শাখা-বিধান প্রণীত হয়েছে।[১৩]

উসূলুল ফিক্হ ও কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হলেও উভয়ের মাঝে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে, তা হলো উভয়টি ব্যাপ্তিশীল মূলনীতি যার অধীনে অনেকগুলি (فروع) শাখা-প্রশাখা বা ব্যবহারিক উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে অনেকে মনে করেন, উভয়টি একই শাস্ত্রের দুই নাম। তবে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্নভাবে পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো[১৪] বর্ণনা করা হলো—

১. উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে বিধানের উৎস ও দলীল। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ হচ্ছে হুকুম বা বিধান।

কৌশল রপ্ত করতে পারবেন। পক্ষান্তরে যিনি এ কাওয়া'য়িদ আয়ত্ত ছাড়া বিভিন্ন শাখা-বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিধান বের করে সমাধান করতে চেষ্টা করবেন, তাঁর কাছে অনেক শাখাপ্রশাখা পরস্পর সাংঘর্ষিক ও অমিল মনে হবে এবং এর মাধ্যমে তাঁর অন্তর উদ্বিগ্ন ও অশান্ত হয়ে পড়তে পারে, ফলে তিনি নিজেকে সংকুচিত করে হতাশও হয়ে যেতে পারেন। উপরন্তু, তাঁকে এত অগণিত শাখাপ্রশাখা (মাস'য়ালা) মুখস্থ করতে হবে যে, হয়তো তাঁর আয়ু শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু সব মাস'য়ালা মুখস্থ করা সম্ভব হবে না। পরন্তু, যিনি ফিক্হশাস্ত্রকে এর কা'য়িদাগুলোসহ আয়ত্ত করতে পারবেন, তাঁকে এত বেশি সংখ্যক মাস'য়ালা মুখস্থ করতে হবে না। কেননা এগুলোর অধিকাংশই বড় কা'য়িদাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও অন্যের কাছে যে শাখাগুলো পারস্পরিক সাংঘর্ষিক ও অমিল, তাঁর কাছে সেগুলো সূত্রিত ও সংগত মনে হবে। (আল-কারাফী, শাহাবুদ্দীন, *আল-ফুরূক 'আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়াইল ফুরূক* (বৈরূত : 'আলামুল কুতুব, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৩।)

[১৩] আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ির* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.) পৃ. ৭।

[১৪] আন-নামলাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, *আল-জামি' লি-মাসায়িলি উসূলিল ফিক্হ ওয়া তাতবিক্বাতুহু 'আলা-ল মাযাহিবির রাজিহ* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১২; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা, *আল-কাওয়া'য়িদিল ফিক্হিয়্যাহ ওয়া তাতবিক্বাতুহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ* (দামিশ্ক : দারুল ফিক্র, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩।

২. উসূলুল ফিক্‌হ সামগ্রিক ও সকল শাখায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ হচ্ছে ব্যাপ্তিশীল অধিকাংশ শাখার জন্য প্রযোজ্য; তবে সামগ্রিক নয়।

৩. উসূলুল ফিক্‌হ-এর উদ্দেশ্য শর'য়ী বিধান নির্গত করা বা ইসতিম্বাত করা। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ-এর উদ্দেশ্য সূত্রকরণ অর্থাৎ তার অন্তর্গত শাখাসমূহকে একসূত্রে গাঁথা।

৪. উসূলুল ফিক্‌হ-এর উৎস হচ্ছে যথাক্রমে: কুরআন, সুন্নাহ, ধর্মতত্ত্ব, আরবী ভাষা। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ-এর উৎস কখনো কুরআন, কখনো সুন্নাহ, কখনো ইজমা' কিংবা কিয়াস, প্রথা ইত্যাদি হয়ে থাকে।

৫. কাল্পনিক ও বাস্তব আগমনের দিক দিয়ে উসূলুল ফিক্‌হ-এর আগমন আগে ঘটেছে। কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ অনেক পরে এসেছে।

৬. উসূলুল ফিক্‌হ-এর স্বরূপ হচ্ছে মূল। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ-এর স্বরূপ হচ্ছে শাখা।

❖ ❖ ❖

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্‌ম আশ-শর'য়ী (الحكم الشرعي)

শর'য়ী বিধান-এর পরিচয়

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্‌ম আশ-শর'য়ী বলতে বোঝানো হয়, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে 'মুকাল্লাফ' (مكلَّف) বা সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন ও শরী'য়াতের বিধান প্রয়োগযোগ্য সাবালক বান্দার প্রতি এমন কোনো বার্তা, যা আদেশ কিংবা নিষেধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চাই সেটা বাধ্যতামূলক হোক, কিংবা বাধ্যতামূলক না হোক, অথবা স্বেচ্ছাধীন; করা বা না করার অনুমোদনযোগ্য হোক। অথবা অন্য জিনিসের কারণ, শর্ত, প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় হিসাবে হোক।[১৫] বাংলা ভাষায় এটিকে হুকুম, হুক্‌মে শর'য়ী, শর'য়ী বিধিবিধান, ইসলামী বিধানও বলা যায়।

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্‌ম আশ-শর'য়ী-এর প্রকারভেদ

আল-হুক্‌ম আশ-শর'য়ী দুই প্রকার[১৬]–

ক. আল-হুক্‌ম আত-তাক্‌লীফী (الحكم التكليفي) দায়িত্বমূলকবিধান

খ. আল-হুক্‌ম আল-ওয়াদ্'ঈ (الحكم الوضعي) প্রতীক-বিধান

ক) আল-হুক্‌ম আত-তাক্‌লীফী (الحكم التكليفي)-এর পরিচয়

আল-হুক্‌ম আত-তাক্‌লীফী বা দায়িত্বমূলক বিধান হচ্ছে : আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে 'মুকাল্লাফ' (مكلَّف) বান্দার কাছে কোনো কাজ করা কিংবা বর্জন করার আদেশ; যা বাধ্যতামূলক কিংবা বাধ্যতামূলক ছাড়া হয়ে থাকে। অথবা কোনো কাজ করা বা না করার স্বাধীনতা ও অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। আল-হুক্‌ম আল-তাকলীফীর এই সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে তা পাঁচ প্রকার।[১৭]

---

১৫. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, *আল-মাহসূল*, খ. ১, পৃ. ৮৯; খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, *'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ* (মিসর : মাতবাআতুল মাদানী, তা. বি.), পৃ-৯৪।

১৬. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, *'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ*; আন-নাম্‌লাহ, *আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্‌হ আল মুকারিন*, খ. ১, পৃ. ১৩০-১৩৩।

১৭. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ১৮ ।

আল-হুক্ম আত-তাক্লীফী-এর প্রকারভেদ

এক. ওয়াজিব (الواجب) আবশ্যকীয়

ওয়াজিব-এর পরিচয়

ওয়াজিব-এর আভিধানিক অর্থ : ওয়াজিব (واجب) একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : পতিত হওয়া, বিচ্যুত হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া, আবশ্যকীয় তথা; الساقط، الثابت، اللازم (আস-সাক্বিতু, আস-সাবিতু, আল-লাজিমু)। যেমন–

- যখন কোনোকিছু পতিত হয় তখন বলা হয় وجب।
- বলা হয়ে থাকে, وَجَبَ الْحَائِطُ—যখন দেয়াল পড়ে যায়।
- বলা হয়, وَجَبَ الْبَيْعُ وَنَحْوُهَا إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ—যখন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে নিশ্চিত হয়ে যায়।
- বলা হয়, أوجبه الله—যখন কোনোকিছু আল্লাহ্ তা'আলা আবশ্যিকভাবে ধার্য করেন।[১৮]

ওয়াজিব-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ

ওয়াজিব হলো যা শরী'য়াত প্রণেতা মুকাল্লাফ বান্দার কাছ থেকে আবশ্যিকভাবে দাবি করেন। যা বাস্তবায়ন করলে তার জন্য সাওয়াব এবং পুরস্কার রয়েছে। আবার ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলে তার জন্য গুনাহ এবং শাস্তি রয়েছে।[১৯]

ফরয ও ওয়াজিব-এর মধ্যে পার্থক্য

অধিকাংশ ইমামদের মতে, ওয়াজিব ও ফরয এক ও সমার্থবোধক। ফরয যেটি ওয়াজিবও সেটি এবং উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক নির্দেশ ও অবশ্যই করণীয়। এ দুটি পরিভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং তাঁরা একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার করে থাকেন। তবে

---

১৮. আল-আযহারী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ, *তাহযীবুল লুগাহ* (বৈরূত : দারু ইহ্য়াউত তুরাস, ২০০১ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১৫১; আর-রাযী, যাইনুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, *মুখতারুস সিহাহ* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ৫ম প্র., ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩৩; ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৩।

১৯. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, *'ইলমু উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১০৭; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৩০৫।

হানাফী ইমামগণ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল [১৬৪-২৪১ হি.] এক বর্ণনা মতে, ফরয ও ওয়াজিব অবশ্যই করণীয় হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।[২০] ওপরের ওয়াজিবের সংজ্ঞার দিক দিয়ে নয়, বরং ফরয কিংবা ওয়াজিব-এর প্রমাণগুলোর সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি এবং তা কতটুকু প্রামাণ্য তার দিক থেকে। কুরআন কিংবা সুন্নাহর সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সন্দেহাতীত 'দলীলে কাত'ঈ বা সুনির্দিষ্ট অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কোনো আদেশ দেওয়া হলে তা হবে সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত বাধ্যতামূলক এবং ফরয। কুরআন ও সুন্নাহ মুতাওয়াতির-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে এমন বিধান সাব্যস্ত হয়। যেমন : সালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন বা সুন্নাহ থেকে কোনো আদেশ যদি 'দলীলে যান্নী' বা প্রবল ধারণাভিত্তিক প্রমাণ—যেমন : একাধিক হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময় কুরআনের আয়াত কিংবা আহাদ হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়—তা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাধ্যতামূলক কাজ এবং ওয়াজিব। এগুলোও অবশ্যই পালন করতে হয়। কিন্তু ফরযের মতো বাধ্যতামূলক নয়। যেমন : ঈদের সালাত, বিতরের সালাত, সাদকাতুল ফিতর, কুরবানী। কেউ ফরয অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হবে না, বরং ফাসিক হবে।[২১]

আবার কারো কারো মতে, ফরয হচ্ছে যেটা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারোই দ্বিমত নেই, পক্ষান্তরে ওয়াজিব হচ্ছে, যেটা ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।[২২]

শাফি'য়ী মাযহাবে হজ্জের বেলায় ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য আছে, যেমন : ওয়াজিব হচ্ছে যা ছুটে গেলে 'দম' বা পশু জবাই-এর মাধ্যমে শুধরানো যায়, আর ফরয হচ্ছে যা দমের মাধ্যমে শুধরানো যায় না। তেমনইভাবে সালাতে ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়ে গেলে 'সাজদাহ সাহু'-এর মাধ্যমে শুধরানো সম্ভব, কিন্তু ভুলে কোনো রুকন বা ফরয বাদ গেলে কোনোভাবেই শুধরানো সম্ভব নয়।[২৩]

---

[২০] আমী আবু 'ইয়ালা, মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন, *আল-'উদ্দা ফী উসূলিল ফিক্‌হ* (রিয়াদ : ১৪১০ হি.- ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৭৬; আল-হাম্বলী, ইবনু বদরান, *জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম* (বেরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্র., ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫৩; আল-হানাফী, আমীর-বাদশাহ, *তাইসিরুত তাহরীর* (বেরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৯।

[২১] আল-জুলাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৩।

[২২] আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, *আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, খ. ১, পৃ. ২৪৩।

[২৩] প্রাগুক্ত।

আরেকটি দুর্বল মত অনুযায়ী ফরয হচ্ছে : যেটা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আর ওয়াজিব হচ্ছে: যেটা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত।[২৪]

ওয়াজিব চিহ্নিত হওয়ার সীগাহ বা শব্দসমূহ

যে পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে ওয়াজিব চিহ্নিত হবে। কুরআন-সুন্নাহতে এরকম অনেক উপায় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।[২৫]

১. আদেশসূচক শব্দসমূহ, صيغة الأمر بلفظ الإنشاء (সিগাতুল আমরি বি-লাফযিল ইন্‌শায়ি) এগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–

(ক) আদেশসূচক ক্রিয়া فعل الأمر (ফি'লুল আম্‌র)। যথা—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

'তোমরা সালাত কায়েম করো।[২৬] এখানে أَقِيمُوا কায়েম করো এটা ফি'লুল আম্‌র বা আদেশমূলক ক্রিয়া, এর মাধ্যমে ওয়াজিব তথা ফরয সাব্যস্ত হবে।'

(খ) আদেশজ্ঞাপক লামযুক্ত মুদারি' বা বর্তমান ও ভবিষ্যতজ্ঞাপক ক্রিয়া। المضارع المجزوم بلام الأمر (আল-মুযারে' আল-মাজযুম বিলামি-ল আমর) যথা– মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

'তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।'[২৭]

(গ) আদেশসূচক ক্রিয়াবিশেষ্য اسم فعل الأمر (ইসমু ফি'লি আম্‌র) যথা— মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

---

২৪. আল-হাম্বলী, ইবনু বদর, *জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম*, খ. ২, পৃ. ১৫৩।

২৫. আন-নাম্‌লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, *আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্বহিল মুকারন*, খ. ১, পৃ. ১৫৫।

২৬. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাক্বারা) : ৪৩।

২৭. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৯।

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ ভ্রান্ত পথে গেলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।'[২৮]

(ঘ) আদেশসূচক ক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত মাসদার বা ক্রিয়ামূল المصدر النائب عن فعل الأمر (আল-মাসদার আন-নায়েব আন ফি'লি আম্‌র) যথা—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾

'তাদের গর্দানগুলোতে আঘাত করো।'[২৯]

২. 'আমর' أمر শব্দ এবং এর থেকে রূপান্তরিত অন্যান্য শব্দসমূহ। صيغة أمر وما يتصرف عنها (সিগাতু আমর ওয়ামা ইয়াতাসার-রাফু 'আনহা) যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন।'[৩০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة»

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে করেছেন। সেগুলো হলো, শ্রবণ করা, অনুসরণ করা, জিহাদ করা, হিজরত করা এবং দলবদ্ধভাবে থাকা।'[৩১]

৩. কুরআন ও সুন্নাহয় كُتِبَ، كَتَبَ শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যবহৃত সিগাহ এবং এর অর্থ প্রদানকারী অন্য শব্দ। صيغة كَتَبَ و كُتِبَ (সিগাতু কাতাবা ওয়া কুতিবা)। উদাহরণ—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

---

২৮. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদা) : ১০৫।

২৯. আল-কুরআন, ৪৭ (সূরা মুহাম্মদ) : ৪।

৩০. আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ৯০।

৩১. আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী "আল-জামি'উল কবীর"* (মিসর : মাকতাবাতু মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় প্র, ১৯৭৫ খ্রি.), হাদীস নং ২৮৬৩, খ. ৫, পৃ. ১৪৮।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সাওম ফরয ওরা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।'[৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ওপর ইহসান করাকে ফরয করেছেন। যখন তোমরা কাউকে (ন্যায়সংগত কারণে) হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করো। যখন তোমরা পশু জবেহ করবে তখন সুন্দরভাবে জবেহ করবে এবং জবেহ করার সময় অস্ত্রকে ধারালো করে নেবে।'[৩৩]

৪. ফরয শব্দ فرض এবং এর থেকে রূপান্তরিত অন্যান্য সীগাহ। صيغة فرض وما يتصرف عنها (সিগাতু ফারাদা ওয়ামা ইয়াতাসার-রাফু আনহা) যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾

'এটি একটি সূরা, এটি আমরা নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে আমরা অবশ্য পালনীয় করেছি।'[৩৪]

উক্ত আয়াতে فرض শব্দটি ওয়াজিব হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. যেসব কাজ না করলে কুরআন কিংবা সুন্নাহর ভাষ্যে শাস্তি কিংবা তিরস্কারের ব্যবস্থার কথা আছে, সেসব কাজ করা ওয়াজিব। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

---

[৩২] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৮৩।

[৩৩] ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.), হাদীস নং ১৯৯৫, খ. ৩, পৃ. ১৫৪৮।

[৩৪] আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন্-নূর) : ১।

﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

'অতঃপর তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।'[৩৫]

৬. এ ছাড়াও আরবদের ভাষায় আরও কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলো ওয়াজিবের অর্থ বুঝায়। যেমন : "له عليك فعل كذا" (লাহু 'আলাইকা ফি'লু কাযা) । উদাহরণ : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

'আর এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র ফরয, যাদের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার।'[৩৬]

ওয়াজিব-এর উপনামসমূহ (ألقاب)

ওয়াজিব/ফরয বোঝানোর জন্য আরও কিছু পরিভাষা ব্যবহার হয়ে থাকে:

১. ফরয/ফরিযাহ- فرض (অবশ্যকর্তব্য)

২. মাহতূম- محتوم (অনিবার্য)

৩. মাকতূব- مكتوب (নির্ধারিত)

৪. লাযিম- لازم (আবশ্যক)[৩৭]

ওয়াজিব-এর প্রকারভেদ

ওয়াজিবকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করা যায়।[৩৮] যথা—

প্রথমত, আদায় করার সময়ের দিক থেকে ওয়াজিব দুই প্রকার—

---

৩৫. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৭৯।

৩৬. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে-ইমরান) : ৯৭।

৩৭. আল- হিন্দী, সফিউদ্দীন মুহাম্মদ, *নিহায়াতুল ওসূল কী দিরায়াতিল উসূল* (মক্কা : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫১৬; আল-মিনয়াবী, মাহমূদ ইবন মুহাম্মদ, ***আশ-শারহুল কবীর লি মুখতাসারিল উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*** (মিসর : আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ১ম প্র.-২০০১ খ্রি.), পৃ. ১০৪।,

৩৮. আবু যাহরাহ, *উসূলুল ফিকহ* (কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৩০; আল-তূফাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিকহ*, পৃ. ২৩; আন-নামলাহ, আব্দুল করীম ইবন আলী, *আল-মুহাযযাব কী উসূলিল ফিকহিল মুকারিন*, খ. ১, পৃ. ১৪৮; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজিয কী-উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৩০৯।

(ক) উন্মুক্ত ওয়াজিব واجب مطلق (ওয়াজিবুন মুতলাকুন) এটা হলো এমন ওয়াজিব যেটা আদায় করার জন্য শরী'য়াত কোনো সময় নির্ধারিত করে দেয়নি।

যেমন : রমাদ্বানের কাযা সাওম, কেউ রমাদ্বান মাসে শর'য়ী ওযরের কারণে সাওম রাখতে পারেনি। এই কাযা সাওম পূরণ করা ওয়াজিব। এর জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, বরং রমাদ্বান মাসের পর ওই বছরের যেকোনো সময় বান্দা এ কাযা সাওম আদায় করতে পারবেন। তার জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়। পরে সম্পন্ন করলেও কোনো গুনাহ হবে না।

(খ) শর্তযুক্ত ওয়াজিব واجب مقيد (ওয়াজিবুন মুক্বাইয়াদুন)। এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যেটা আদায় করার জন্য শরী'য়াত প্রণেতা একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে আদায় করলে সেটা আদায় হবে না। যেমন : রমাদ্বান মাসের সাওম রাখা, শর'য়ী ওযর বা অপারগতা ব্যতীত যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাস পেল তার জন্য সেটা পরে আদায় করার কোনো সুযোগ নেই, তাকে এই নির্ধারিত এক মাস সময়েই আদায় করতে হবে। যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে রমাদ্বান মাস পেল সে যেন সাওম রাখে।'[৩৯] আর এই কারণে সে নির্ধারিত সময়ে সাওম রাখা ব্যতীত সে তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে না।

দ্বিতীয়ত, পরিমাণ এবং সীমানা নির্ধারণের দিক থেকে ওয়াজিব দুই প্রকার। যথা—

(ক) নির্ধারিত ওয়াজিব واجب محدد (ওয়াজিবুন মুহাদ্দাদুন) এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যেটার পরিমাণ শরী'য়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ আদায় করা বান্দার জন্য আবশ্যক। যেমন : শরী'য়াত যাকাতের খাতসমূহ এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আর এ প্রকারের হুকুম হলো শরী'য়াত যে পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে পরিমাণ আদায় করা বান্দার জন্য আবশ্যক। শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত

---

[৩৯] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাক্বারা) : ১৮৫।